স্কুলের ব্যবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার তথ্যপত্রিকা

ফাউন্ডেশন স্টেজ থেকে কী স্টেজ 1

ছোট ছেলেমেয়েদের নিরাপদে, খুশী রাখা এবং শিক্ষায় মা বাবাদের সাহায্য

National Family & Parenting Institute

ভূমিকা ঃ উপভোগ করা ও সাফল্য

ছোটদের জন্য শিক্ষা মজার ব্যাপার হতে পারে - তারা নিত্য নতুন জিনিস অনুসন্ধান করে, তদন্ত করে, আবিষ্কার করে, তৈরী করে, অনুশীলন করে, পুনরাবৃত্তি করে, মহড়া দেয়, পুনরীক্ষণ করে এবং যে জ্ঞান, ক্ষমতা, উপলব্ধি ও মনোভাব বিকশিত হচ্ছে তা একত্রিত করে। ফাউন্ডেশন স্টেজে, খেলা ও কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষার, এমন অনেক বিষয়ই একসঙ্গে করা হয়।

স্কুল এভরি চাইল্ড ম্যাটার্স (Every Child Matters) নামের এক নতুন নীতি অনুসরণ করছে এবং তার মূলত এই নীতিগুলি ব্যবহার করতে চায় ঃ

- সুস্থ সবল থাকা
- নিরাপদ থাকা
- উপভোগ করা ও সাফল্য অর্জন
- গঠনাত্মক যোগদান
- আর্থিক স্বচ্ছলতা

ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অনুভূতিগত বিকাশ

- ছোটরা নিজেদের ও অন্যদের মান্য করতে শিখবে
- ছোটরা সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের বিষয়ে শিখবে
- ছোটরা শেখায় আগ্রহী হবে
- ছোটরা স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে

কথোপকথন, ভাষা এবং সাক্ষরতা

- কথা বলা ও শোনা উপভোগ করতে ও পালাক্রমে কথা বলতে শেখা
- বিভিন্ন ধরণের গল্পকথা, ছড়া, গান বাজনা ও কবিতা শোনাতে এবং উপভোগ করতে শেখা
- ভাষাজ্ঞান, প্রারম্ভিক স্তরে লেখা ও পড়ার দক্ষমতার বিকাশ

অঙ্ক ও সমস্যার সমাধান ঃ

- প্যাটার্ন দেখা
- যোগাযোগ স্থাপন
- সংখ্যা, আকার, শূণ্য স্থান ও পরিমাপ নিয়ে কাজ করা
- গণনা, ক্রমাণ্বয়ে সাজানো, ও সাদৃশ্য খোঁজা

জগতকে চিনতে ও বুঝতে শেখা ঃ

- অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, সমস্যার সমাধান, আলোচনা
- কম্প্যুটার, ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহার করতে শেখা
- অসম্পূর্ণ প্রশ্ন যেমন "আমরা কিভাবে?" এবং "কি হবে যদি... ?"

শারীরিক বিকাশ ঃ

- ব্যবধান রাখা, নিজের ও অন্যদের ব্যাপারে সচেতনতা
- আত্মবিশ্বাস ও কল্পনাশক্তি নিয়ে এবং নিরাপদভাবে ঘরে বাইরে চলাফেরা করা

- নিয়ন্ত্রণ ও সমণ্বয় রক্ষা করে চলাফেরা করা
- যন্ত্রপাতি বেয়ে ওঠা ও ভারসাম্য রক্ষা, চারিপাশে, ওপর নীচ দিয়ে যাওয়া আসা করা

সৃজনশীলতার বিকাশ

ব্যাপক ধরণের উপাদান, সাধনী, কাল্পনিক ভূমিকা পালন, চলাফেরা, নির্মাণ ও নকশা তৈরী , গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে ধ্যাণধারণা, ভাবনা ও অনুভূতি ব্যক্ত করতে ও বলতে শেখা।

আপনি কিভাবে আপনার সন্তানের শেখায় সাহায্য করতে পারেন ?

- সবরকম নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের ক্লান্ত করে দেয় - আপনার সন্তানের যাতে পর্যাপ্ত ঘুম হয় সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন
- যাতে সারাদিন জেগে থাকতে পারে সেজন্য প্রাতরাশে পুষ্টিকর খাবার খেতে দেবেন
- প্রশ্ন করুন - "কেমন লাগছে", "কি হবে যদি... ?"
- সময় নিয়ে কথা শুনুন
- যখন সম্ভব তার সঙ্গে বসে গল্প পড়ে শোনান ও আরামে সময় কাটান
- স্কুলে পড়াকালীন হয়ত আপনার সন্তান বাড়িতে বই নিয়ে আসবে - আপনার সারা দিনের ব্যস্ততার মধ্যে সময় বার করে সেই রাতে তার সঙ্গে বসে বইটা পড়ার চেষ্টা করবেন
- স্কুলে গিয়ে, ক্লাসের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার কথা বলে দেখুন - যেমন আপনার পরিবারের বিষয়ে, যে উৎসব পালন করেন সে ব্যাপারে, বা আপনার কাজকর্মের ব্যাপারে কথা বলুন
- সম্ভব হলে স্কুল ট্রিপে বা বেড়াতে যান
- আপনার সন্তানের শিক্ষিকার সঙ্গে তারা যে প্রকল্পে কাজ করছে সে বিষয়ে কথা বলুন এবং কাজে সাহায্য করার জন্য বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসুন
- আপনার সন্তানের একটা পর্ব থেকে অরেকটা পর্বে যাওয়ার বিশাল পরিবর্তনের এই সময়টায় তার প্রশংসা করুন, স্নেহভালোবাসা ও আশ্বাস দিন, তারা শেখার ব্যাপারটা উপভোগ করবে
- আপনার যদি এমন কিছু জানা থাকে যার সাহায্যে আপনার সন্তানের স্কুলে যাওয়া সহজতর হতে পারে তাহলে তার শিক্ষিকাকে সে কথা জানান
- আপনি যদি বিশেষ কোনো কারণে চিন্তিত হন, যেমন হয়ত আপনি এমন কিছু জানেন যার দ্বারা স্কুল কর্তৃপক্ষ আপনার সন্তানের শিক্ষালাভ আরো সহজ করে তুলতে পারে, তাহলে সে কথা শিক্ষিকাকে জানান

আরো তথ্য ও পরামর্শের জন্য আপনি সরকারি লার্নিং জার্নি ওয়েবসাইট www.parentscentre.gov.uk/learnjourn/index_ks1.cfm?ver=graph দেখতে পারেন।

এখানে স্থানীয় তথ্য ও যোগাযোগের বিবরণ যুক্ত করুন

© ক্রাউন কপিরাইট আগষ্ট 2006